সংবাদ

তারিখ 10 JUL 2013
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

শিক্ষকদের দ্বন্দ্ব ও গ্রুপিং

স্থবির সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের একাডেমিক কার্যক্রম

রাকিব উদ্দিন

ব্যক্তিগত বিরোধ, আর্থিক অনিয়ম ও অবৈধভাবে উচ্চতর পদে দায়িত্বপালনসহ শিক্ষকদের বিভিন্ন অনিয়মের কারণে সারাদেশের সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্থবিরতা বিরাজ করছে। শিক্ষকরা পাঠদানে মনোনিবেশ কমিয়ে দিয়ে গ্রুপিং ও মতবিরোধ নিয়েই বেশি সময় নষ্ট করছেন। এতে ব্যাহত হচ্ছে পাঠদান কার্যক্রম। সরকারি মাধ্যমিক শিক্ষকরা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে শিক্ষা প্রশাসনের উচ্চ মহলে একে অন্যের বিরুদ্ধে নালিশ করছেন। শিক্ষক নেতাদের যে কোন মূল্যে ঢাকায় থাকার প্রবণতাও বাড়ছে। ক্ষমতার দাপটে অনেক সহকারী শিক্ষক প্রধান শিক্ষকের পদ দখলে রাখছেন।

এছাড়াও সাত বছর ধরে শিক্ষক সমিতির নির্বাচন না হওয়ায় সম্প্রতি তাদের বিভক্তি আরও প্রকট রূপ নিয়েছে। বিভক্ত শিক্ষকরা সাধারণ শিক্ষকের কাছ থেকে চাঁদাবাজিও করছেন। চাঁদার ভাগবাটোয়ারা নিয়ে গ্রুপিং লবিং ক্রমশ বাড়ছেই। সম্প্রতি একাধিক গ্রুপের নেতারা মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) মহাপরিচালক ও পরিচালকের কাছে পরস্পরের বিরুদ্ধে নালিশ করেছেন বলে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন। এ বিষয়ে সরকারি একাডেমিক : পৃষ্ঠা : ২ ক : ১

একাডেমিক : কার্যক্রম

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির একাংশের সাধারণ সম্পাদক ইনছান আলী সংবাদকে বলেন, 'আমরা গত ৩ জুন মাউশির মহাপরিচালক ও পরিচালকের (মাধ্যমিক) সঙ্গে দেখা করে শিক্ষক সমিতির নির্বাচনের দাবি জানিয়েছি। তিনি বলেন, 'পকেট কমিটি গঠন করে যে যার মতো নিজেদের নেতা দাবি করবেন, তা হতে পারে না। নেতা হতে হলে নির্বাচনের মাধ্যমেই হতে হবে'।

এ বিষয়ে শিক্ষক সমিতির আরেক অংশের দফতর সম্পাদক কাদের ভূঞা সংবাদকে বলেন, 'ইনছান আলী সমিতির কেউ না। তিনি স্বঘোষিত নেতা'। তিনি দাবি করেন, 'সমিতির বৈধ সভাপতি মালেকা বেগম ও সাধারণ সম্পাদক আমিনুল হক।'

শিক্ষকের তথ্য

মাউশি জানায়, সারাদেশে মোট ৩১৬টি সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় এবং একটি সমমানের মাদ্রাসা আছে। এসব প্রতিষ্ঠানে মোট সহকারী শিক্ষকের পদ আছে ৯ হাজার ৯৫৪টি। এরমধ্যে বর্তমানে কর্মরত শিক্ষক আছে সাত হাজার ৬২৪ জন। বাকি দুই হাজার ৩৩০টি পদ শূন্য আছে। আর প্রধান শিক্ষক আছেন ১০৩ জন। বাকি ২১৪টি প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য আছে।

এছাড়া বর্তমানে ৩১৭টি প্রতিষ্ঠানে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ আছে ৪৪৬টি। এরমধ্যে বর্তমানে কর্মরত সহকারী প্রধান শিক্ষক আছে ৩২৫ জন। ১২১টি সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য আছে।

কয়েকজন সাধারণ শিক্ষক সংবাদকে বলেন, 'প্রায় সাত বছর ধরে শিক্ষক সমিতির নির্বাচন নেই। নেই যোগ্য নেতৃত্ব। ফলে বর্তমানে বিচ্ছিন্নভাবে যারা শিক্ষক সমিতির নেতৃত্ব দিচ্ছে, তাদের কার্যক্রমের কোন বৈধতা নেই। তারা যা কিছু করছেন, সবই ব্যক্তি স্বার্থে। স্বার্থের দ্বন্দ্বে শিক্ষকদের মধ্যে আঞ্চলিক প্রীতি বেড়েছে। তারা ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও কুমিল্লা গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন।'

জানা গেছে, মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির মালেকা বেগম ও আমিনুল হক গ্রুপের পক্ষ থেকে গত ১৩ মে শিক্ষামন্ত্রী ও সচিবের কাছে একটি অভিযোগপত্র দেয়া হয়। এতে বলা হয়েছে, গত বছরের ১৫ মে প্রধানমন্ত্রী সহকারী শিক্ষকদের ২য় শ্রেণী গেজেটেড পদমর্যাদার পদোন্নতির ঘোষণা দেন। অনেক শিক্ষক এই সুবিধা এখনও পাননি। এ অবস্থায় ১ম শ্রেণীর গেজেটেড পদমর্যাদায় উন্নতির নামে শিক্ষক সমিতির নাম ভাঙ্গিয়ে সাধারণ শিক্ষকদের কাছ থেকে চাঁদা আদায় করা হচ্ছে। এতে সরকারের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে। আর সংগঠনের তহবিল তছরুপের দায়ে গত বছর সংগঠনের এক সাধারণ সম্পাদককে বহিষ্কারও করা হয়েছিল। পরে তিনি কয়েকজন শিক্ষককে নিয়ে একটি পৃথক সংগঠন গড়ে তুলেন।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ইনছান আলী বলেন, 'যারা চাঁদাবাজির অভিযোগ করছেন, তারাই এর সঙ্গে জড়িত থাকতে পারেন। আমরা সব সময় চাঁদাবাজি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে। শিক্ষকদের অধিকার আদায়ের পক্ষে।'